First Page

সমকাল

১৬ মার্চ ২০১৪ ২ চৈত্র ১৪২০ রেজি. নং ডিএ ৪০৬৪

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে শনিবার ঢাকায় গণভবনে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদ সাক্ষাৎ করেন » পিআইডি

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অযৌক্তিক ধর্মঘট কাম্য নয় : মাহাথির

■ কূটনৈতিক প্রতিবেদক

রাজপথে বিক্ষোভ করে সরকার হঠানোর সিদ্ধান্ত সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ও দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির বিন মোহাম্মদ। তিনি বলেছেন, রাজপথে বিক্ষোভ করে সরকার সরিয়ে ক্ষমতায় গেলে তাদেরও একই পরিণতি ভোগ করতে হয়। সফল এই সরকারপ্রধান মনে করেন, উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন স্থিতিশীল পরিবেশ। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অযৌক্তিক ধর্মঘট কাম্য নয়। তিনি গতকাল শনিবার ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন। ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস) দ্বিতীয় সমাবর্তনে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখার জন্য তিনি দু'দিনের সফরে গতকাল ঢাকায় আসেন। রাজধানীতে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এই সমাবর্তনে বক্তব্য রাখার পর তিনি সেখানে সংবাদ সম্মেলনেও বক্তব্য রাখেন।

উন্নয়নের জন্য চাই স্থিতিশীল পরিবেশ

বাংলাদেশে গত ৫ জানুয়ারির নির্বাচন সম্পর্কে অভিমত জানতে চাইলে মালয়েশিয়ার সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নির্বাচনে কেউ জয়ী হবে, কেউ পরাজিত হবে। এটাকে মেনে নিতে হবে। যারা নির্বাচনে জয়ী হয় না তাদের পাঁচ বছর আরেকটি নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। এতে করে দেশ বিজয়ী হবে, দল নয়। মাহাথির মোহাম্মদ গণতন্ত্রের নামে রাজপথে বিক্ষোভ করার ক্ষেত্রে পশ্চিমা প্রভাব কাজ করে বলে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, 'রাজপথে বিক্ষোভ করে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে তোলার নাম গণতন্ত্র নয়। মিসর, থাইল্যান্ড, ইউক্রেনসহ বিভিন্ন দেশে এভাবে রাজপথে বিক্ষোভ হচ্ছে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এশিয়ার মুসলমানদের একতাবদ্ধ থাকার পরামর্শ দেন। মালয়েশিয়ার উন্নয়ন কীভাবে সম্ভব হলো জানতে চাইলে দেশটির রূপকার মাহাথির বলেন, 'কোনো দেশের উন্নতি করতে হলে তার পেছনে কাউকে না কাউকে সমর্থন দিতে হবে। আমার ক্ষেত্রে সুবিধা ছিল যে, আমি প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পেয়েছি। এটাই ছিল আমার পক্ষে শক্তিশালী সমর্থন'। উন্নয়নের নামে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কার্যক্রমকে 'সন্দেহজনক' হিসেবে মন্তব্য করেন তিনি।

প্রশ্নের জবাবে মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, মালয়েশিয়ায় ৩০ লাখ বিদেশি কর্মী রয়েছেন। তাদের কেউ কেউ অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তিনি অবশ্য বলেন, বাংলাদেশের কর্মীদের নিয়ে তার দেশে বড় কোনো সমস্যা নেই। মূল সমস্যা প্রতিবেশী ইন্দোনেশিয়ার কর্মীদের নিয়ে।

মালয়েশিয়ায় পর্যটন খাতের উন্নয়নের অভিজ্ঞতা জানতে চাইলে মাহাথির বলেন, পর্যটন খাতে উন্নয়ন করতে হলে পর্যটকদের জন্য আরামদায়ক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার। এমন পরিবেশ নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। তিনি বলেন, 'আমি পশ্চিমের দিকে না তাকিয়ে পূর্বের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমি দেখেছি কোরিয়া কীভাবে উন্নতি করেছে। তারা বিদেশি বিনিয়োগ নিশ্চিত করেছে। বিদেশি বিনিয়োগের জন্য চাই স্থিতিশীল পরিবেশ। অস্থির দেশে কেউ বিনিয়োগ করে না। রাজপথের বিক্ষোভ উন্নত দেশের উন্নয়নও থামিয়ে দেয়।' মাহাথিরের জন্ম চট্টগ্রামে বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে সে বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি হেসে বলেন, 'আমার জন্ম চট্টগ্রামে নয়, থাইল্যান্ডের একটি প্রদেশে।'

সমাবর্তনে মাহাথির যা বলেন : ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের দ্বিতীয় সমাবর্তনে মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবে মুসলিম উম্মাহ নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারছে না। তিনি বলেন, মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে দরকার রকেট, ফাইটার প্লেন, সাবমেরিন। এগুলো তৈরি করতে দরকার প্রযুক্তিগত জ্ঞান। আজকে মুসলিম বিশ্বে বিদেশিরা দখলদারিত্ব করছে। মুসলিম জনগোষ্ঠী নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। মুসলমানদের হাতে আত্মরক্ষার কোনো অস্ত্র নেই। এসব অস্ত্র তৈরির কোনো সামর্থ্যও নেই।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে ইউআইটিএস আচার্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বলেন, শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, সামাজিক ও কৃৎকৌশলগত উন্নয়ন নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ, সর্বোপরি গভীর দেশপ্রেম জাগ্রত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষা। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, ইউআইটিএস উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান